৪২

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 MAY 1990 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫ ...

সন্ত্রাস দমনে আইন ব্যর্থ হয়েছে ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিও ব্যর্থ

—ভিসি আজাদ চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ, কে, আজাদ চৌধুরী বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো যদি সহাবস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করে এবং নিজেদের দূরত্ব কমাতে পারে, পরমতসহিষ্ণু ও আন্তরিক হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব হবে। রাজনীতি বন্ধ করে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না। মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সন্ত্রাস দূর করার চিন্তা করতে হবে। রাজনীতি বাদ দিয়ে আমরা কেউই অস্তিত্বসম্পন্ন নই।

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ভিসি আজাদ চৌধুরী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্ররাজনীতির সুস্থ ধারা প্রতিষ্ঠিত হোক, আমি তা চাই। তিনি গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে 'ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। সমাজ বদল নামে একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠন এই সেমিনারের আয়োজন করে। বিশিষ্ট সাংবাদিক রহাত খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি কেএম সোবাহান, প্রফেসর শাহাদত আলী, ডাকসুর সাবেক ভিপি আখতারুজ্জামান এমপি, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংবাদিক ফায়জুস সালেহীন। অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালনে তার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী হলে ২০ জন সন্ত্রাসী রয়েছে। যাদের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর কারও না কারও সাথে যোগাযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ করে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য কোথায় যেনো একটি যোগসূত্র রয়েছে। ব্যবসায়িক ও সমাজের প্রভাবশালীদের সাথেও সন্ত্রাসীদের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা রাজনীতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তাই সন্ত্রাস দমন করা সোজা কথা নয়। রাতারাতি সন্ত্রাস দূর করা এবসার্ড ব্যাপার। সন্ত্রাস দমনে আইন ব্যর্থ হয়েছে। আজাদ চৌধুরী সন্ত্রাসের মূল কারণ হিসেবে বলেন, সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কোন মাত্রা নেই। সমাজে যে পচন ধরেছে–বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস তার থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়–তারই অংশ। সন্ত্রাস ইটস এ ক্ল্যাস অব টু কালচার। আমরা বলি ত্যাগেই মুক্তি–ভোগে নয়। আজ একথা আর কেউ মানতে চায় না। এখন টাকায় সব কিছু হয়, সব কিছু চলে। সন্ত্রাসীরা-আশ্রয় পায়–আনুকূল্য পায় এদের কাছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আজকাল সংবাদপত্রে শুধু ঘটনার নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হচ্ছে। সমাজে কি শুধু খুন, রাহাজানি চলছে না-কি ইতিবাচকও কিছু রয়েছে। বিচারপতি কে এম সোবাহান বলেন, সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি করে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং আইনের কাছে সোপর্দ করতে হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য শুধু পুলিশ নয়–সমাজের বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের কারণে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে আমি মনে করি না। তবে, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসী রাজনীতি বন্ধ করতে হবে, সন্ত্রাস নির্মূল ব্যবস্থা নিতে হবে। আখতারুজ্জামান এমপি ঔপনিবেশিক আমলের ও সামরিক শাসনামলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ছাত্র রাজনীতির সাথে বর্তমান সময়ে ছাত্র রাজনীতির বাস্তবতা বদলে গেছে। এখন তাদের রাজনৈতিক কর্মকৌশল ও গণতন্ত্র চর্চা কেমন হবে–তা নিয়ে ছাত্রদের চিন্তা করতে হবে। সংসদে যদি ছাত্রদের সমস্যাগুলো খোলাখুলি তুলে ধরা যায় তবে, অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে। সন্ত্রাস দিয়ে যারা ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করতে চায়–তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য পোষণ করলে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব।